"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনির) সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিমগণের কতগুলো চিহ্ন ও গুণাবলীঃ

(১) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হবেন ।

(২) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র একটি বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহওআল জামাআ'ত) নামধারী আলিম মুসলিম হবেন ।

তিনি শরীয়ত সমর্থিত , আইন বহির্ভূত, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ- হারাম করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় (الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها اَللّٰهُ) " বলবেন এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গণ্য করবেন ।

(৩) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম শরীয়ত সমর্থিত , আইন বহির্ভূত, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ- হারাম করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে " মুবাহ ও জায়িয বিষয় " বলবেন ।

(৪) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম শরীয়ত সমর্থিত , আইন বহির্ভূত, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে ফরজ- হারাম করা হয়নি এমন অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত,নব আবিস্কৃত, বর্তমান জগতে অস্তিত্বশীল , প্রকাশমান এবং মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে কোন অবস্থাতেই "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমগণের ন্যায় নিন্দনীয় বিদআ'ত (بِدْعَةٍ) , ফরজ-হারাম বলবেন না ।

(৫)

বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত, মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত মানব কল্যাণকর নতুন নতুন ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে যদি মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বানী ও আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার স্পষ্ট হাদিস শরীফ না পাওয়া যায় এমতাবস্থায় কোন মতামত প্রকাশ না করে চুপ থাকা নবী আলাইহিমুস সালামগণের সিফাত বা গুণ। আর এটা হচ্ছে নবী আলাইহিমুস সালামগনের "ওয়ারিশ বা নায়েবে রাসুলের নিদর্শনও" বটে । যেমন- কোন অজানা বিষয়ে চুপ থাকার বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা সম্পর্কে প্রসংশা করে বলেনঃ- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُوْحَى" (অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কথা বলেন না", ছুরা

নজম, আয়াত নং-৩।

কেউ যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত থাকতে চান এবং "ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া" খেতাব পেতে চান তাকে কিন্তু মতবিরোধী বিষয়গুলোতে চুপ থাকার অথবা মতামত প্রকাশ না করার নিয়ম গ্রহণ করতে হবে। এটা হচ্ছে সকল মুসলিম মানুষের উপর ফরজ অথবা "মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) সম্বলিত হাদিস শরীফ " অনুসারে আমল করা ফরজ । , ("মহান আল্লাহ তআ'লার নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-২৫৯ দ্রষ্টব্য)

"মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (اَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) সম্বলিত"পবিত্র হাদিস শরীফ খানা হচ্ছে এই ----------

"عَنْ الضَّحَّاكِ بِنْ مُزاحِمِ، قال:اِجْتَمَعْتُ أنا وطاوسُ الْيَمَانِي و عَمْرُ و بِنْ دِيْنَارِ الْمَكِّي و مَكْحُوْلُ الشَّامِي مسجد الْخَيْفِ، فَتَذَاكَرْنَا أَلْقَدْرَ حَتَّي اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا وَ كَثُرَ لَغَطُنَا ، فقال طاوس : والْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ في أنْصِتُوْا أُخْبِرُكُمْ مَا سَمِعْتُ أبا الدَّرْداءِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((إنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا هَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَنَهَاكُمْ عَنِ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُو هَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تُكَلِّفُوْهَا رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكُمْ فَاقْبَلُوْهَا، اَلْأُمُوْرُ كُلُّهَا بِيَدِ اللهِ ، مِن عِنْدِ اللهِ مَصْدَرُهَا، وَ إلَيْهِ مَرْجَعُهَا لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيْهَا تَفْوِيْضٌ وَلَا مَشْيَئَةٌ.)) " ((8938) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ- দাহহাক বিন মুযাহিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি,তাউস ইয়ামানী,আমর বিন দিনার মক্কী, মকহুল শামী ও হাসান বসরী (রাদিআল্লাহু আনহুম) মসজিদে খাইফে একত্রিত হলাম, আমরা কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের আওয়াজ উচ্চ হয়েগিয়েছিল ও আমাদের অনর্থক কথাবার্তা বেশী হয়েগিয়েছিল, তাউস বললেন, তোমরা চুপ কর , আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হতে আবি দারদা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক আনীত সংবাদ সম্পর্কে বলছি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাআ'লা) তোমাদের উপর ফরজসমূহকেই ফরজ করেছেন, এগুলোকে তোমরা নষ্ট করোনা, আর তিনি কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন সেগুলো অতিক্রম করো না, আর কতগুলো বিষয় তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, এগুলো অবমাল্না করো না, ভুলিযা গিয়া নহেন কতকগুলো বিষয় থেকে তিনি চুপ বা নীরব রয়ে গেছেন, এগুলোকে আইনে পরিণত করো না (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে ফরজ-হারাম বলো না), তোমাদের রব তথা তোমদের প্রভূর পক্ষ হতে দয়া-করুনাস্বরূপ এ বিষয়গুলোকে (চুপ বা নীরব থাকা বিষয়গুলোকে) গ্রহণ কর (আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে আমল কর) । (মনে রেখ) সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর হাতে, এ গুলোর উৎস আল্লাহ হতে, এ গুলোর প্রত্যাবর্তনস্থল তারই (আল্লাহ তআ'লারই) নিকট, এ বিষয়ে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নেই।আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৮৯৩৮ ।

এই মাত্র উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ থেকে জানা গেল যে, সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ (তাআ'লার) হাতে, তা হলে তো আল্লাহ তাআ'লা নিজ হাত থেকে ছেড়ে না দিলে কোন কিছুই এ বিশ্বে বা সারা বিশ্বে ঘটবে না, কোন কিছু ঘটার উৎস তো আল্লাহ তাআ'লার হাত থেকেই, কোন কিছু ঘটে যাওয়া শেষ হলে এটা পূনরায় আল্লাহ তাআ'লার দিকেই ফিরে যাবে । অতএব , পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত নির্ধারিত ফরজ-হারাম-সীমার বাহিরে মানুষ বা যে কোন মাখলুক যা কিছু ঘটাবে, করবে তা সবই আল্লাহ তাআ'লাই স্বেচ্ছায় মুসলিম মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই ঘটাচ্ছেন । এতে মুসলিম মানুষ তথা মাখলুকের কোন হাত নেই, মাখলুকের কোন ক্ষমতা নেই ও মাখলুকের কোন ইচ্ছাও নেই । এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের

নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে কল্যাণ লাভের জন্য দয়াবশত: সূযোগ দিয়েছেন মর্মে মুসলিম মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়াছেন । এতদসত্বেও এই সহজলভ্য সূযোগটি মুসলিম মানুষ অজ্ঞানতার কারণে হঠকারিতা বশত: হাত ছাড়া করে দিচ্ছে । এই সূযোগটি যে কাজে লাগাতে পারে না সে নিতান্তই নির্বোধ ও বোকা। বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম "মহান আল্লাহ তআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أَللهُ) সম্বলিত পবিত্র হাদিস শরীফ খানার " বিপরীত মতামত, রায় এবং ফতওয়া দান কারীকে অমুসলিম হিসেবে গণ্য করবেন ।

(৬) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম হিজরী তিনশত ১২ বৎসরের (" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর") মধ্যে জন্ম গ্রনকারী উলামাগনের লিখিত কিতাব থেকে জ্ঞান অর্জন করবেন ।তিনি "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর) উলামা কর্তৃক লিখিত কোন কিতাব ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়বেন না ।কারণ, হিজরী চতুর্থ শতাব্দী এবং পরবর্তী শতাব্দীর উলামা হচ্ছেন "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি)তথা" সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিম মানুষ ।তবে হাঁ, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিম মানুষ যদি " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة " (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর"সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত ,الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ أَلسُّنَّةُ(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হয় এবং الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামধারী আলিম মুসলিম হয় তা হলে তখন বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " উলামা কর্তৃক লিখিত কিতাব বা গ্রন্থ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন ।

(৭) বর্তমান কালের সর্বোৎকৃষ্ট আলিম মুসলিম "خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর " মধ্যে লিখিত হাদিস শরীফের সমস্ত কিতাবসমূহ, কুরআন শরীফের তাফসীরের কিতাবসমূহ ও প্রয়োজনীয় ফিক্বেহর কিতাবসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পড়বেন । কওমী ও আলিয়া মাদরাসা (সরকারি মাদরাসা বা সরকার অনুমোদিত মাদরাসা) পর্যায়ের সীমাবদ্ধ (ب نِصَا/নিসাবভূক্ত) সিলেবাসভূক্ত আলিম হবেন না । বরং সিলেবাসবিহীন ব্যাপক অধ্যয়ন কারী আলিম হবেন । আরো অন্যান্য গুণাবলীও রয়েছে তা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে ।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (হিজরী চতুর্থশতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষ মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট মুমিন-মুসলিম হওয়ার এবং বেহেস্তে প্রবেশের সার্টিফিকেট বা সনদ অর্জন করার পদ্ধতিঃ